তারিখ 20 NOV 1996
পৃষ্ঠা … কলাম …

দৈনিক সংবাদ

# চট্টগ্রাম ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দখল নিয়ে ব্যস্ত তিন সংগঠন

জসীম চৌধুরী সবুজ ॥ চট্টগ্রাম, ১৯শে নভেম্বর।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর প্রায় সব ক'টি কলেজ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনটি মাত্র ছাত্র সংগঠনের একক দখলদারিত্বে রয়েছে। সংগঠন তিনটি হচ্ছে ইসলামী ছাত্র শিবির, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ। এদের যার দখলে যেটি রয়েছে সেখানে সবকিছুতেই চলে তাদের কর্তৃত্ব। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে কলেজের ছাত্রভর্তি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি পর্যন্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন তাদের হাতের পুতুল। এই একক দখলদারিত্বের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুস্থ মুক্তবুদ্ধির চর্চা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা কলেজে পা দিয়েই প্রত্যক্ষ করে দখলী সংগঠনের ক্যাডারদের অস্ত্রের মহড়া। তাদের নির্দেশে সময় সময় দিতে হয় বিশেষ চাঁদা, তাদের আহ্বানে যোগ দিতে হয় মিটিং–মিছিল হয় সবখানে।

ক্যাম্পাস দখলের রাজনীতির এই অশুভ ধারার সূচনা করে ইসলামী ছাত্র–শিবির। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজে তাদের একক দখলদারিত্ব চলছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। জামাত–শিবির চক্রের হাত থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্ধারের দাবিতে মাঠে নেমে ছাত্রলীগ সেই একই ধারার অনুসারী হয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে তারা একক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সরকারি কমার্স কলেজ, সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ওমর গনি এমইএস কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজে। তাদের দেখাদেখি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও এগিয়ে আসে, দখলে নিয়ে নেয় পাহাড়তলী কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজ। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হত, সবাই অংশ নিত, সুস্থ ধারার চর্চাও ছিল। কিন্তু পর পর চার বছর ছাত্রলীগ সংসদে জয়লাভ করার পর ছাত্র–শিবির ও ছাত্রদল একজোট হয়ে বেশকিছু সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায়। যে ঘটনা ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস ত্যাগে বাধ্য করে। সে সুযোগে ছাত্রদল ধীরে ধীরে সেখানে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। শুরু হয় শিবিরের সাথে বিরোধ। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের দখলে ছিল। শিবির তাদের কিছু ক্যাডারকে ছাত্রদলের ব্যানারে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদে জিতিয়ে আনার পর তাদেকে আবার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করায়। এনিয়ে দু'পক্ষের তুমুল সংঘর্ষে পলিটেকনিকে একটানা দু'বছর কোন ক্লাস হয়নি। হয়েছে খুনোখুনি, রক্তারক্তি। গত বছর নভেম্বরে শিবিরের সশস্ত্র বাহিনীর ব্রাশফায়ারে সেখানে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা জমির ও জাহাঙ্গীর।

চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সশস্ত্র ক্যাডারদের। ছাত্র নেতারা নিজেদের অবস্থান মজবুত করার জন্য এসব ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলে। যেসব কলেজে ছাত্রাবাস রয়েছে সেখানে ক্যাডাররা অবস্থান করে। যেখানে ছাত্রাবাস নেই সেখানে ছাত্র সংসদ কার্যালয় বা অন্যান্য কক্ষে ক্যাডাররা দুর্গ গড়ে তোলে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, নেতৃত্বের কোন্দল, ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা চাঁদার ভাগ–বাটোয়ারা নিয়ে অনেক সময় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। যার পরিণতিতে গত দশ বছরে শুধু চট্টগ্রাম মহানগরীতেই খুন হয়েছে প্রায় পঁচিশ জনের মত ছাত্রকর্মী। চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শাহাদাতকে ঘুমের মধ্যে জবাই করে খুন করার পর ছাত্র–শিবির ক্যাডাররা সিটি কলেজে চট্টগ্রাম ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৮

## চট্টগ্রাম ঃ ব্যস্ত ৩ সংগঠন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগ নেতা তবারক হোসেনকে নৃশংসভাবে খুন করে প্রকাশ্য দিবালোকে। সেই থেকে শুরু বিভিন্ন ক্যাম্পাসে হত্যাকাণ্ড। '৯৩র ১৮ই অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডারদের হামলায় নিহত হয় ডাঃ মিজানসহ তিনটি তাজা প্রাণ।

সশস্ত্র সংঘর্ষ উল্লেখিত প্রতিদ্বন্দ্বী তিন সংগঠনের মধ্যে যেমন সংঘটিত হচ্ছে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও তা হরহামেশা লেগে আছে। আদায়কৃত মুক্তিপণ ও অবৈধ চাঁদার ভাগ–বাটোয়ারা নিয়ে শিবিরের ক্যাডারদের মধ্যে দু' গ্রুপের বিরোধের জের হিসেবে গত বছর নগরীতে খুন হয় উভয় গ্রুপের ক্যাডার। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সেতো আরো আগের। মূল দলের দু' নেতার নামে 'বাবু গ্রুপ' ও 'মহিউদ্দিন গ্রুপ' বলে এরা পরিচিত হয়ে আসলেও এখন আর ওরা কারো নিয়ন্ত্রণে নেই। বরং সন্ত্রাসী ক্যাডাররাই মূল দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রলীগের এক গ্রুপের দখল থেকে অন্য গ্রুপের দখল কায়েম করতে গিয়ে কমান্ডো হামলায় এ বছর নিহত হয়েছে দু'জন ছাত্র ও একজন দোকানী। গত ৮ই নভেম্বর কমার্স কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান চলাকালে একজন ছাত্রীকে উত্যক্ত করার জের হিসেবে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষের জের ক্যাম্পাসে এখনো চলছে। ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে পলিটেকনিক মেডিক্যালসহ নগর কমিটিতে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া উল্লেখিত সবক'টি কলেজে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে যেখানে যার দখল তাদের মনোনীত প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে। এই কথিত সংসদের নেতারা শুধু কলেজ ক্যাম্পাসই নিয়ন্ত্রণ করে না, আশপাশের এলাকায়ও তাদের প্রভাব–প্রতিপত্তি অস্বীকার করে চলার সাহস কারো নেই। এসব নেতার সম্মিলিত আয় লাখ লাখ টাকা, এদের চাল–চলন ব্যয়বহুল, জীবনযাত্রা বিলাসবহুল। পুলিশের সাথে তাদের সবখানেই মধুর সম্পর্ক। ছাত্র সংগঠনের ক্যাডারদের আদায়কৃত অর্থের ন্যায্য হিস্যা সময়মত বিলি বন্টন হয়ে যায় যথাযথভাবে। ফলে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে টিকে থাকা ছাত্রনামধারী এসব ক্যাডারের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠাই শুধু জিম্মি আছে তা নয়, চট্টগ্রামের ব্যবসা–বাণিজ্য কল–কারখানা সবকিছুই বলা চলে আজ তাদের হাতে জিম্মি।